বৈষ্ণব কবিতা ঃ বাংলা
চন্ডীদাস

১.
[প্রেম-তত্ত্ব]

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনে সকলি পর ॥
পিরীতি দ্বারের কপাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতে মজিয়া সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাবো কাল ॥
পিরীতি-পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস তেজিব
থাকিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি বসন লব।
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ান কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পড়িব
দ্বিজ চন্ডীদাসে ভণে ॥

২.
[ভাব সম্মিলন]

বহুদিন পড়ে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এই সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে ॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ।
বাশুলী আদেশে কহে চন্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে ॥

৩.
[প্রেম-তত্ত্ব]

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা ॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার কোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিলে আলা ॥
আলার ভেতরে কালাটি আছে
চৌঙকি রয়েছে তথা।
সে দেশের কথা এদেশে কহিলে
লাগিবে মরমে ব্যথা ॥
তোরা পর-পতি সনে শয়নে স্বপনে
সতত করিবি নেহা।
তোরা সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি
ভাবিনী ভাবের লেহা ॥
কহে চন্ডীদাস এমতি হইলে

তবে ত পিরীতি সাজে।
তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী,
থাকিবি ধরণী-মাঝে ॥

৪.
[আত্মনিবেদন]

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হনিা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিতি
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চন্ডীদাস পাপপুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি ॥

৫.
[আক্ষেপ]

সই, কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাড়াএা
যে-ধনী পিরীতি করে
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
হাম অভাগিনী দুখের দুখিনী
প্রেম ছলছল আঁখি।
চন্ডীদাস কহে জে গতি হইল
পরাণ-সংশয় দেখি ॥

৬.
[আক্ষেপ]

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস। দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বঁধু তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাসলী আদেশে দ্বিজ চন্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

৭.
[অভিসার]

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমন আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজায় ঘরে ॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চন্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিতে জগত সুখী ॥

৮.
[মিলন]

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা-আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিওল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চন্ডীদাস কহে ॥

৯.
[মান]

ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ-মুখখানি দেখ ॥

নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে –
কালের উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু,
দিন যাবে আজি ভাল ॥

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥

চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুররের দাগ আছে সর্ব গায়,
মোরে মরি লোক লাজে।

নীল কমল ঝামর হয়েছে

মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী পাএগা সুধানিধি
নিঙারি লয়েছে সেহ ॥

কুটিল নয়নে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া।
কহে চন্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥

১০.
[রাধার রূপ]

সখা হে, ও ধনি কে কহ বাটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে ॥
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনি মাঝিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা ॥
অঙ্গের বসন কর্যাছে আসন
আলাএঁা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে হেম-হার দোলে
সুমেরু শিখর জিনি ॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়্যাছে চিকুর-রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক-চান্দার
শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশী-কলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোলা ॥

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর ॥

কহে চন্ডীদাসে বাসুলি আদেশে

শুনহে নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা ॥

১১.
[মান]

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া ॥
সে বঁধু কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর জেমতি করিছে
তেমতি হেউক সে ॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয় ॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয় ॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার প্রাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে ॥
কহে চন্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছএ সুন্দরী
দিয়া পর মনে দুখে ॥

১২.
[প্রেম-তত্ত্ব]

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি-রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে ॥
পিরীতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলিয়ে তারে ॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলা পিরীতি-আশ।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চন্ডীদাস ॥

১৩.
[আত্মনিবেদন]

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কাহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুলে
আপন বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথবিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চন্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

১৪.
[পূর্বরাগ]

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করে মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চন্ডীদাসে কুকবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।

১৫.
[অনুরাগ]

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে ॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদ-মুখের মধুর হাসি তিলেকে জুড়াই ॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলায় বধ লাগে তায়।
চন্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥

১৬.
[অনুরাগ]

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥
অকথন ব্যাধি এ কথন না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতুলি যেন ভূমেত লুটায় ॥
পুছএ কানুর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি ॥
চন্ডীদাস কহে কান্দে কিসের লাগিয়া
সে কালা আছএ তার হৃদয়ে জাগিয়া ॥